তারিখ ... 11 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... ৪

দৈনিক বাংলা

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

প্রাইভেট টিউশন ও কোচিংয়ের নামে জালিয়াতি

আবদাল আহমদ ঃ ঢাকা মহানগরীতে শিক্ষা এক ধরনের জালিয়াতির শিকার হয়েছে। জালিয়াতি স্কুল-কলেজে ভর্তি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা নেয়ার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঘটছে।

আগে ছিল সার্টিফিকেট ও মার্কশীট জাল এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেয়ার জালিয়াতির ঘটনা। বর্তমানে এ ধরনের জালিয়াতি ছাড়াও অত্যন্ত কৌশলে প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং-এর নাম করে চলছে জালিয়াতি। এক্ষেত্রে ছাপানো প্রশ্নপত্র ফাঁস করার দরকার পড়ে না। কিংবা দরকার পড়ে না সার্টিফিকেট জাল করা। কোচিং দেয়ার নামে টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার কিছুদিন আগে প্রশ্নপত্র বলে দেয়া হয়। সাজেশনের নাম করে ঐ প্রশ্নগুলো বলা হয়।

ঢাকা মহানগরীর শিক্ষার হালচাল সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নামী-দামী স্কুলে ভর্তির আগে ঐ স্কুলের কোন কোন শিক্ষক অত্যন্ত গোপনে ভর্তিচ্ছু

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাইভেট টিউশন

(প্রথম পৃঃ পর)

ছাত্র-ছাত্রীদের এক মাসের কোচিং করান। সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়িতে গিয়ে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এ ধরনের কোচিং করানো হয়। আসলে যেসব স্কুলে লিখিত পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষার প্রশ্নগুলো ভর্তিচ্ছুদের শিখিয়ে দেয়া হয়। মাত্রএ ধরনের কোচিং এ দু'হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ফি নেয়া হয়। এ ঘটনা যাতে জানা জানি না হয়ে যায় সেজন্য কোন কোন শিক্ষক নানান কৌশলও নেন। কোন কোন শিক্ষক নিজের ভার্সিটিতে পড়ুয়া সন্তানদের দিয়ে এ কাজটি করিয়ে থাকেন। আবার কোন শিক্ষক কোচিং সেন্টারে ঐ সাজেশন নামের প্রশ্ন টাকার বিনিময়ে বিক্রী করেন। কোচিংওয়ালারা আরও বেশী পয়সায় ভর্তিচ্ছুদের এগুলো দিয়ে থাকে। তবে এগুলো ঢালাওভাবে করা হয় না। সীমিত সংখ্যক ধনী সন্তানরা এ সুযোগ পেয়ে থাকে।

রাজধানী ঢাকায় স্কুল-কলেজে ভর্তির আগে দেখা যায় অভিভাবকরা সন্তানদের কিভাবে ভর্তি করাবে সেজন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন। কোচিং সেন্টার ও একশ্রেণীর শিক্ষক সুযোগগুলো ব্যবহার করে। বিত্তশালী অনেক অভিভাবক খুঁজে খুঁজে বের করেন এ ধরনের সুযোগ। এ ব্যবসায় দালালও রয়েছে। দালালরা ঐ শিক্ষকদের খোঁজঅভিভাবকদেরজানান।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময়ও ঘটে এ ধরনের জালিয়াতি। দেখা যায় পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার এক-দু'মাস আগে কিছু নির্ধারিত শিক্ষকের কাছে প্রাই-ভেট পড়তে ব্যস্ত। ঐ শিক্ষকদের কাছে এক মাস বা দু'মাস প্রাইভেট পড়ার হিড়িক পড়ে যায়। এর রহস্য কি? রহস্য একটাই—সাজেশন নামের প্রশ্ন পাওয়া যায়।

রাজধানীর অনেক কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকে অভিজ্ঞ 'বোর্ড পরীক্ষক'কে দিয়ে কোচিং দেয়া হয়। 'বোর্ড পরীক্ষক' শব্দটি বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করার কারণ কি? অভিজ্ঞমহল মনে করেন পরীক্ষার প্রশ্নের সন্ধান পাওয়া যাবে এ ধরনের সিগন্যালই ঐ বিজ্ঞাপনের ভাষা। তাছাড়া এসব কোচিং সেন্টারে 'বিশেষ সাজেশন' দেয়ারও রেওয়াজ থাকে। জানা গেছে, কোচিং দাতারা কোন কোন ব্যাচের জন্য কোচিং সেন্টারে একদিনের 'বিশেষ সাজেশন' দেয়ার উদ্দেশ্যে কোন কোন শিক্ষককে এনে থাকে। ঐ শিক্ষকদের একদিনের ফি কয়েক হাজার টাকা। ঐ ব্যাচের ছাত্রদেরও কোচিং ফি অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশী দিতে হয়। অবস্থাটা এমন যে, ক্লিনিকে যেমন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের বিশেষ ক্ষেত্রে কল দেয়া হয় তেমনি ঐ শিক্ষকদেরও এমনিভাবে ডাকা হয়।

'নোট বিক্রী' ঢাকা শহরে আরেকটি জালিয়াতির ঘটনা। এই নোট বাংলা বাজারের 'জনৈক অভিজ্ঞ হেডমাষ্টার' কিংবা 'অভিজ্ঞ অধ্যাপক' কর্তৃক প্রণীত ছাপানো বই নয়। এগুলো হাতে লেখা নোট। এই নোট বিক্রী করেন কোন কোন শিক্ষক, ভাল ছাত্র এবং কোচিং সেন্টার। রাজধানীর একটি বড় কলেজে নোট বিক্রী হয় বেশী। বিজ্ঞান শাখার বিষয়গুলোতেই নোট বিক্রীর হার বেশী। একেক বিষয়ের এক সেট তৈরী নোটের দাম ৫শ থেকে এক হাজার টাকা। শিক্ষককে টাকা দিলে ফটোকপি করা নোটের সেট পাওয়া যায়। ওই কলেজে টাকার বিনিময়ে গোপনে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নেবারও অভিযোগ পাওয়া গেছে। একইভাবে একটি সরকারী কলেজেও নোট বিক্রী হয়। ঢাকা কলেজে 'প্র্যাকটিক্যাল আঁকা' খাতা সায়েন্সের ছাত্রদের মাঝে বিক্রী হয়। কোচিং সেন্টারগুলোতে 'স্টার' পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের নোট বিক্রী হয়। এসএসসি ও এইসএসসি স্টার পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের নোট ঐ কোচিং সেন্টারের লোকেরা সভংগ্রহ করে রাখে। এগুলো টাকার বিনিময়ে কোচিং সেন্টারগুলো থেকে পাওয়া যায়। এছাড়া অনেক কোচিং সেন্টার ছাত্রদের আকৃষ্ট করার জন্য স্টার পাওয়া ছাত্রদের দিয়ে ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। এসব কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে 'উন্নত মানের' নোট দেয়া হয়, 'সাজেশন' দেয়া হয় কিংবা 'পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন' দেয়ারব্যবস্থাআছে।

ভর্তির ক্ষেত্রে জালিয়াতির ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন কমেছে। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানে 'ইউনিট সিস্টেমে' ভর্তি পরীক্ষা নেয়ায় ঐ জালিয়াতি আর হয় না। আগে প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা পরীক্ষা নেয়া হত। মেডিক্যালে ভর্তির ক্ষেত্রে এখনও অনিয়ম শেষ হয়নি। ১৯৮৯ সালে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের জালিয়াতি বন্ধ করতে হলে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি বদলানো দরকার। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে পরীক্ষা অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করার জন্য তারা পরামর্শ দেন। তাদের মতে, এ সিস্টেম গড়ে উঠলে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ছাত্র-ছাত্রীদের ভালভাবে পড়তে হবে এবং শিক্ষকদেরও ক্লাসে পড়াতে হবে। কিছু প্রশ্ন বাছাই করে কিংবা নোট কিনে এনে বাছাই প্রশ্ন পড়ে নিলেই হবে না। তাছাড়া প্রশ্ন আগেই বলে দেয়া, সাজেশন দেয়া ইত্যাদি জালিয়াতির ঘটনা ঘটার সুযোগ থাকে না।

বর্তমান সরকার কয়েক মাস আগে এ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে মিছিল বের করেছে এবং গাড়ি ভাঙচুর করে অরাজকতার সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাপারেও ষড়যন্ত্রের কথা জানা গেছে। সেদিন ছাত্রদের কৌশলে মাঠে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। একটি বিশেষ মহল তাদের ব্যবসায়ের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এ ঘটনা ঘটায়। কোচিং সেন্টারের মালিক এবং ঐ শিক্ষা ব্যবসায়ী শিক্ষকরা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে জানা গেছে।